সুধী,

আগামী ২১এপ্রিল, ২০১৮, শনিবার নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত 'ভাষা, অনুবাদ ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র' এবং 'আবুল মনসুর স্মৃতি পরিষদ', ঢাকা, বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র। একদিবসীয় এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট বাঙালি সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির পদ অলংকৃত করবেন বাংলাদেশের রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক সাধন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শুভশঙ্কর সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আবুল মনসুর আহমদের পুত্র প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত মাহফুজ আনম মহাশয়।

আলোচনাচক্রে আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদান্তে


মননকুমার মণ্ডল
অধিকর্তা, মানববিদ্যা অনুষদ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
আবুল মনসুর আহমদ
স্মৃতি পরিষদের পক্ষে


## সূচি


উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : সকাল ১০.৩০টা – ১১.৪৫মি

সেলিনা হোসেন
বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বাংলাদেশ

অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ
উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, সাজাদপুর, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

অধ্যাপক সাধন চক্রবর্তী
উপাচার্য, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

সভাপতি: অধ্যাপক শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্যচিত্র প্রদর্শন
আবুল মনসুর আহমেদ – ১৫মিনিট

প্রথম অধিবেশন : ১২ টা-১.৩০মিনিট
প্রবন্ধ পাঠ

বিষয়: "দেশভাগ, হিন্দু-মুসলমানবিরাধে ও আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গরচনা"
ড. মো চেঙ্গিজ খান, বাংলা বিভাগ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয়: "সমকালীন পূর্ববঙ্গ ও আবুল মনসুর আহমদের কথাসাহিত্য"
ড বরেন্দু মণ্ডল, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীযুক্ত স্নেহশিস শূর, সভাপতি, কলকাতা প্রেস ক্লাব

সভামুখ্য সেলিনা হোসেন

মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি : ১.৩০মি – ২টো

দ্বিতীয় অধিবেশন : বিকেল ২টো – ৪টে
প্রবন্ধ পাঠ

বিষয়: "আবুল মনসুর ও বাঙালি মুসলিম মানসের ক্রমবিবর্তন (১৯৪০-১৯৭০)"
ড. রাজর্ষি চক্রবর্তী, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয়: "আবুল মনসুর আহমদের খোঁজে: বুদ্ধদেব বসুর সাথে তর্কের সূত্র ধরে"
ড. মোহম্মদ আজম, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(প্রবন্ধ পাঠ: ইমরান মাহফুজ,
কবি ও সম্পাদক 'আবুল মনসুর আহমদ স্মারকগ্রন্থ')

সভামুখ্য অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ

সমাপ্তি অনুষ্ঠান : ৪টে-৪.৩০মি
ধন্যবাদ জ্ঞাপক বক্তব্য

মাহফুজ আনম
সম্পাদক, ডেইলি স্টার, ঢাকা, বাংলাদেশ

মননকুমার মণ্ডল
অধিকর্তা, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

শংসাপত্র প্রদান


# পার্টিশন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা প্রকল্প

## দুই-বাংলার একটি যৌথ উদ্যোগ

**সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন এণ্ড কালচারাল স্টাডিজ**
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ও

**আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পরিষদ**
ঢাকা, বাংলাদেশ

২১ এপ্রিল, শনিবার, ২০১৮

সেমিনার হল, ডি ডি ২৬, সেক্টর ১
সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৬৪

# আবুল মনসুর আহমদ ও সমকালীন বাংলা: ইতিহাস ও সাহিত্য

**আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র**

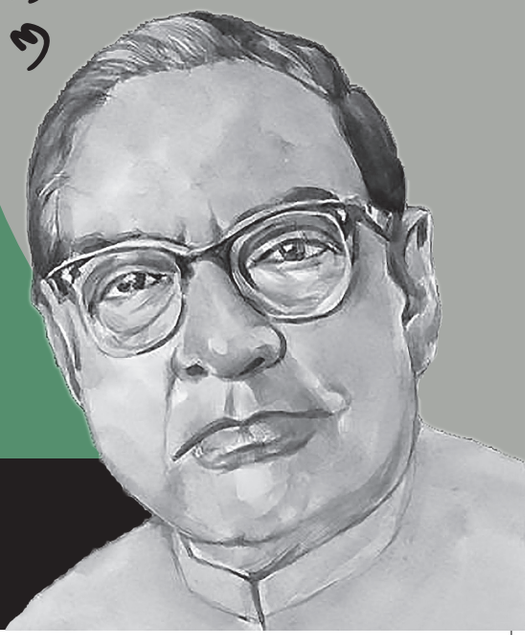

## গবেষণা প্রকল্প সম্পর্কে

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত 'সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন এণ্ড কালচারাল স্টাডিজ' সম্প্রতি পার্টিশন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি একটি 'পিপলস্ রিসার্চ প্রজেক্ট' হিসেবে পরিকল্পিত। এই প্রকল্পে পার্টিশন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ব্যক্তিক স্মৃতি সংগ্রহের কাজ যেমন হচ্ছে তেমনই ব্যক্তিগত রচনা-লেখালিখি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ চলছে। প্রকল্পটি দুই বাংলার সাম্প্রতিক কালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় ১৯৪৭ ও ১৯৭১-এর গুরুত্বপূর্ণ সময়গ্রন্থি দুটির সাহিত্যিক পরিসর বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা নিচ্ছে। প্রাথমিক পর্বে ক্ষেত্র সমীক্ষার আওতাভুক্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ,নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ পরগণা, কলকাতা জেলা এবং বাংলাদেশে খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ ইত্যাদি জেলাগুলি। এই গণ-গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে একদিকে যেমন যুক্ত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ, অন্যদিকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের কৃতবিদ্য মানুষজন। সাক্ষাৎকার দিয়ে উৎসাহিত করছেন জেলা-মফঃস্বলের প্রান্তিক প্রবীণ ও প্রৌঢ় মানুষজন– যাঁরা এই প্রকল্পের প্রেরণা।

এই প্রকল্প ইতিপূর্বে দুটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র ও কর্মশালা আয়োজন করেছে।প্রথমটি কলকাতায়, দ্বিতীয়টি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে; কর্মশালা দুটির মাধ্যমে প্রস্তুত হয়েছে গবেষকদের গ্রুপ। শুরু হয়েছে সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ। আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত গবেষণাপত্রগুলির পরিমার্জনের কাজ চলছে। প্রকল্পের মাধ্যমে দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ সমকালীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব ও সমাজ-রাজনীতির অন্যতম কৃতবিদ্য ব্যক্তিত্বদের বিভিন্ন দিক আলোচনার মধ্যে আনার প্রচেষ্টা হচ্ছে। আবুল মনসুর আহমেদ স্মৃতি পরিষদের সঙ্গে যৌথভাবে এই আলোচনাচক্রটি আমাদের নবতর সংযোজন। পার্টিশন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাহিত্য ও মানবিকীবিদ্যাচর্চার বিভিন্ন অনালোকিত অধ্যায়কে আলোচনার পরিসরে নিয়ে আসাই এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ পর্যায়ের সমকালীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও জনমানসের প্রতিক্রিয়া আলোচনার পরিসরে নতুন ভাবে আসছে। সাংস্কৃতিক পরিসরে বহুমুখী উদ্যোগ ও পরিকল্পনা, সাহিত্যিক পাঠের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আলো ফেলছে। প্রকল্পটির অধীনে ক্ষেত্র-সমীক্ষার রিপোর্ট, নির্বাচিত সাক্ষাৎকারের অনুলেখন, অনুবাদ ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে। প্রস্তুত করা হচ্ছে পার্টিশন ও মুক্তিযুদ্ধের ব্যক্তিক স্মৃতি বিষয়ক 'ডিজিট্যাল রিপোজিটরি'।

প্রকল্পটির যৌথ কোলাবরেটর বাংলাদেশের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ ডিসিপ্লিন।

**গবেষণা প্রকল্পটি বিষয়ে বিস্তারিত পাওয়া যাবে www.cltcsnsou.in ওয়েবসাইটে।**

## আলোচনাচক্রের বিষয়ভিত্তিক প্রস্তাবনা

অবিভক্ত বাংলার রাজনীতি ও সমাজজীবনে আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)একটি উজ্জ্বল ও ঐতিহাসিক নাম। দেশভাগ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাঙালি জনমানসে তাঁর রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক সক্রিয়তা গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব পরবর্তী কালে একজন 'পাবলিক ইন্টেলকচুয়াল' হিসেবে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও লেখালিখি সমকালকে প্রভাবিত করেছে। অবিভক্ত বঙ্গের ময়মনসিংহ জেলা, অতঃপর ছাত্রাবস্থায় কলকাতা ও পরবর্তীতে বাংলাদেশের ঢাকা জুড়ে ছিল তাঁর বিস্তৃত কর্মপরিসর। ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত-বঙ্গ, বিভাজিত বাংলার 'পূর্ব-পাকিস্তান' শাসনামল পর্যায় এবং সর্বোপরি নতুন উদ্ভূত স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃজ্যমান থেকেছে আবুল মনসুর আহমদের কর্মতৎপরতা ও সাহিত্যের ভুবন। রাজনৈতিক সক্রিয়তার সঙ্গে সমাজকর্মীর দায়িত্ববান বিবেক এবং সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার অদ্ভুত সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর চিন্তালোক। বৃহত্তর বাংলার যে সময়পর্ব জুড়ে তাঁর জীবন বহমান থেকেছে নানা কারণে তা বিংশ শতাব্দীর বাঙালি জীবনের নির্ণায়ক মুহূর্ত। শ্রেষ্ঠ বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কর্মপরিসরে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। সর্বোপরি বিস্ময়ের প্রণোদনা এই যে, এসবের মধ্যেও তিনি সাহিত্য সৃজন করেছেন; যে সাহিত্যে বিশ্বস্তভাবে ফুটে উঠেছে প্রায় পঞ্চাশ বছরের বাঙালি জীবনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত। কখনও তার ব্যক্তিক স্বরূপ কখনও সমষ্টির মানসের জটিল মুখাবয়ব।

আবুল মনসুর আহমদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও সংলগ্নতার সালতামামির এক অবিস্মরণীয় দলিল ***আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*** গ্রন্থটি। সমসাময়িক পার্টিশন চর্চার ক্ষেত্রে গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরীসীম। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাই কত জোয়ার-ভাটায় উত্তাল সেই পথ। ময়মনসিংহ খেলাফৎ কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব, সিরাজগঞ্জে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন, চিত্তরঞ্জন দাশের সংস্পর্শে স্বরাজ দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, পরবর্তীতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের রাজনীতির সংশ্রব এবং ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামিল হওয়া, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়া, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হওয়া, প্রাদেশিক যুক্তফ্রন্টের স্বাস্থ্যমন্ত্রীত্ব ও পরবর্তীতে কোয়ালিশন সরকারের শিক্ষামন্ত্রীত্ব, সর্বোপরি সোহরাবর্দীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় উপপ্রধানমন্ত্রী হিসেবে যোগদান এবং পরে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রকের দায়িত্ব গ্রহণ। আবুল মনসুর আহমদের এই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা, এমনকী ভাষাচিন্তাকেও অন্য মাত্রা দিয়েছে। দৈনিক নবযুগের সম্পাদনা, দৈনিক ইত্তেহাদ-এর সম্পাদনা তাঁর সমসাময়িক ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে শানিত করেছিল। আইন-ব্যবসা, সাংবাদিকতা, রাজনীতি এবং সাহিত্য রচনা – এসব মিলিয়ে আবুল মনসুর আহমদের জীবনই তৎকালীন জনমানসের দলিলের এক জলছবি হয়ে উঠেছে। মহাফেজখানার বাইরে যে স্বরগুলি এই উপমহাদেশে পার্টিশন ও মুক্তিযুদ্ধ চর্চায় ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আবুল মনসুরের লেখায় সেসবের হদিশ মেলে।

মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের পুরোধা আবুল মনসুর আহমদ মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক আদর্শ প্রতিনিধি। প্রথমে ভাষা আন্দোলন ও পরবর্তীতে পাকিস্তান আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ও নেতা হিসেবে তাঁর ভাবনা চিন্তার মধ্যে যে প্রাগম্যাটিজম্ এর ছাপ আছে তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর নির্ভিক সাংবাদিকতার মধ্যে এক দায়িত্ববান মানবতাবাদীর যেমন দেখা মেলে তেমনই বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণার কিছু স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ তাঁর চিন্তা-ভাবনার মধ্যে প্রকাশিত। বিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বের অবিভক্ত বাংলাদেশ ও বিভক্ত বাঙালির আত্মচেতনায় সেসব প্রশ্ন আজও প্রাসঙ্গিক। এই আলোচনাচক্রের সীমিত পরিসরে সেসবের আলাপ-উপস্থাপন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চায় এই বিশেষ গণ-গবেষণা প্রকল্প।

আবুল মনসুর আহমদ রচিত গ্রন্থগুলি হ'ল: *আত্মকথা*, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, *আয়না*, *ফুড কনফারেন্স*, *আসমানী পর্দা*, *গালিভারের সফরনামা*, *বাংলাদেশের কালচার*, *সত্যমিথ্যা*, *বেশীদামে কেনা কমদামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা*, *শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু*, *য়াল কোরানের নসিহৎ*।